খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
দেশপ্রেম
বাঁচার জন্য বিবেকানন্দের কফিন
একনজরে কয়েকজন দেশপ্রেমিকের কথা
জয়তু নেতাজী
সুভাষ চন্দ্রের মাতৃ আরাধনা ব্রিটিশ কারাগারে

POLICY TIMES
CHAMBER OF COMMERCE

Happy
Republic Day

Sustainable Development is the peace polity of the future
Dr. Klaus Topfer

AN ORGANISATION FOR POLICY & DEVELOPMENT ADVOCACY

www.policytimeschamber.com

POLICY TIMES CHAMBER OF COMMERCE

A not-for-profit and non-government organisation, Policy Times Chamber of Commerce (PTCC) is an Association for development and policy advocacy. Since 2016, PTCC has been assisting (/ partnering with) foreign missions and governments to organise investment roadshows; trade and tourism promotion Summits; large-scale business conferences for investment advocacy, business networking, technology exchange, international collaboration, etc.

VISION

Policy Advocacy for Business-and-Innovation-led Development

MISSION

- Be an 'Invisible Partner' for Growth and Prosperity
- Develop business-and-investment friendly Development model
- An Ecosystem of global thought leadership and business collaboration
- Build platforms for networking, advocacy, consultation & training

OBJECTIVES

- Devise Socio-economic development model for states & nations in light of Secured Governance.
- Promote and facilitate the implementation of UN SDGs and global development models
- Investment roadshows; trade and tourism promotion Summits; large scale business conferences

Contact Us:
M: +91 9999955186, 8810251533
E: editor@thepolicytimes.com, thepolicytimes@gmail.com

SILIGURI TARAI EDUCATIONAL WELFARE SOCIETY

(Govt. Regn. No. SO185236 of 2011-2012)

Projects

SILIGURI TERAI B.ED. COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS TRAINING INSTITUTE

ESTD 2017
AFFILIATED TO BSAEU & WBBPE
RECOGNISED BY NCTE
Website- www.slgttc.com

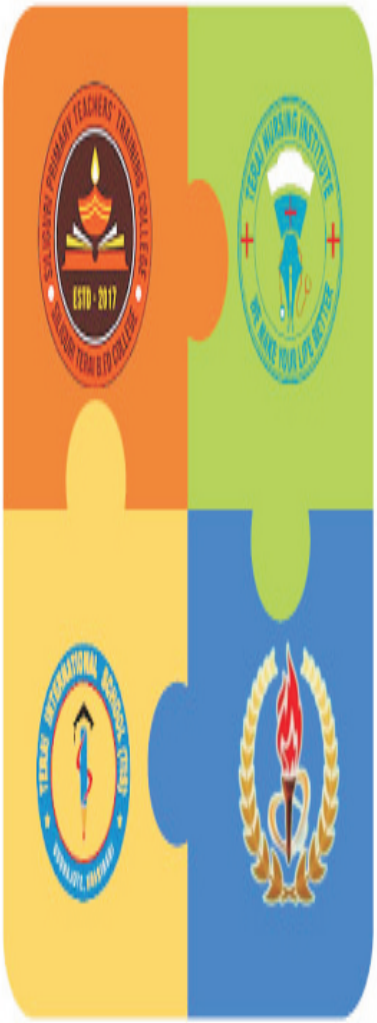

TERAI NURSING INSTITUTE

ESTD 2022
APPROVED BY WBNC & INC
Website- www.terainursing.com

TERAI INTERNATIONAL SCHOOL

ESTD 2020
AFFILIATED WBBPE
Website- www.tischool.in

TERAI SPORTS ACADEMY

ESTD 2020

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VII Issue-6
1st January-31st January 2024 DESHPREM
সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-৬ দেশপ্রেম ১১ই মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারী ২০২৪ দেশপ্রেম

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা........মুসাফীর..............০৩
সাহস শক্তির বীজ মন্ত্রে দীক্ষিত?............গনেশ বিশ্বাস...............০৫
এখন বাঁচার জন্য বিবেকানন্দের কফিন খোলা প্রয়োজন..........................কবি চন্দ্রচূড়..........................০৮
একনজরে কয়েকজন দেশপ্রেমিকের কথা................................১০
বাংলার পৌষালী রস.........................কবিতা বণিক..................১২
দেশপ্রেমের ভাবনাতেই আমরা কাজ করি....পিন্টু ভৌমিক..........১৪
মানুষের সেবাই বড় কাজ.........................পূজা মোক্তার............১৫
দেশপ্রেমের ভাবনায় শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ..........................নীতিশ নন্দী.................................১৭
প্রতিদিনই মানুষের সেবায় কাজ করি.....বাবলু তালুকদার............১৯
মানুষের সেবায় পাশে আছি...............কমল কুমার দেব.............২০
২৬ জানুয়ারি দেশাত্মবোধ অনুষ্ঠান..নির্মল কুমার পাল.................২০
ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা.........................অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়............................২১
মাঠে টানতে ফুটবলের আসর ফেব্রুয়ারিতে..নবকুমার বসাক......২২
আমার চোখে দেশ প্রেম..........................আশীষ ঘোষ.............২৩
জয়তু নেতাজী.........................পাঞ্চালী চক্রবর্তী.....................২৪
সুভাষ চন্দ্রের মা তৃ আরাধনা ব্রিটিশ কারাগারে...অনিল সাহা........২৫
সর্বত্র শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় থাকুক..........................রেভারেন্ড রঞ্জন রবি দাস.....................২৭
দেশের জন্যই খেলাধূলাতে.......................সোমা দত্ত..............২৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

ইচ্ছে.........................তন্ময় ঘোষ...০৭
মিলন বন্ধন.........................গোপা দাস.................................০৭
শহিদ স্মরণে.........................মুকুল দাস.................................০৮
ছাব্বিশে জানুয়ারি............................শিপ্রা পাল......................২৩
ভালো করে........................অনিল দাস.......................................২৬
আমার কথা.........................অনিল দাস.......................................২৬
বই মেলা.........................অনিল দাস.......................................২৬
একটা অপূর্ণ জীবনের গল্প.............................অশোক পাল......২৭

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মকে কাছে পেয়ে সবাই বন্দেমাতরমের সুরে মাতলেন.........০৯

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

“ এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি--নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার’।

(ছাড়পত্র)

---কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয়

দেশ প্রেম

প্রথমে আমার পরিবার। তারপর কতগুলো পরিবার নিয়ে সমাজ। আর সমাজ নিয়ে দেশ। নিজেদের পরিবার যেমন আমাদের সুস্থ সবল রাখতে হবে তেমনই দেশকে ভালো রাখতে হবে। দেশ ভালো থাকলে পরিবার ও সমাজও ভালো থাকবে। আবার পরিবারগুলো সব ভালো হলে দেশও ভালো থাকবে বা দেশ ভালো হবে। আজ আমাদের যা পরিস্থিতি তাতে ভালো থাকাটাই একটি যুদ্ধ। সবাই কমবেশি দুঃখে রয়েছেন। করোনার পর আরও যুদ্ধ বেড়ে গিয়েছে। প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে তত মানুষের কর্মসংস্থান নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, সামনে এ আই প্রযুক্তি বহু কিছু নিয়ন্ত্রন করবে। ফলে আরও বহু মানুষের কাজ হারিয়ে যাবে। বহু কিছু হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কাজের দক্ষ শ্রমিকও হারিয়ে যাচ্ছে। সবার কাজ এ আই করে দিলে মানুষ কি করবে? এমনিতেই মোবাইল প্রযুক্তি এসে যাওয়াতে বহু শিক্ষিত বয়স্ক মানুষ এখন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন। সবার হাতে মোবাইল। শিক্ষিত হলেও অনেক বয়স্ক মানুষ মোবাইল ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারেন না। নিরক্ষরদের প্রসঙ্গতো বাদ দিন। ব্যাঙ্কে টাকা লেনদেন থেকে শুরু করে এ টি এম সব কিছু অনলাইন হয়ে গিয়েছে। ফলে বহু শিক্ষিত বয়স্ক মানুষ আজ অসহায়। শিক্ষিত হওয়ার কারনে বহু বয়স্ক মানুষ ছোটদের কাছে মোবাইল ব্যবহারের কাজ শিখতে চান না। ফলে সেখানেও এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ তৈরি হয়েছে। মোবাইলের ভালো দিক যেমন রয়েছে তেমনই খারাপ দিকও রয়েছে। সবমিলিয়ে প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক সমস্যাও আসছে। আর সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে আমাদের যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিঁকে থাকতে হবে।

সাধারণতন্ত্র দিবসের এটাই রইলো আমাদের ভাবনা। এই বিশেষ সময়ে প্রার্থনা করবো, সকলের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা, মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হোক। আমাদের মধ্যে থেকে দূর হোক পর নিন্দা পরচর্চা। সবশেষে সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। এবারের এই দেশ প্রেম সংখ্যা প্রকাশের জন্য যারা বিজ্ঞাপন ও লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল অসীম কৃতজ্ঞতা।

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer
Berger
Paint your imagination
Sika
BUILDING TRUST
Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

DEE ESS ENTERPRISE

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --১১)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয়।' মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়েগী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগী তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা কি নহি রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড সুপ্ত হো যায়গা ।' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।---মুসাফীর)

দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেলো।

(গত সংখ্যার পর)

নারে এটা আমার জীবনের সবচাইতে বড় হৃদয় নিংরানো গভীর যন্ত্রণার অংশ এখন না বললে পরে আর বলতে পারবো না। অভি আরম্ভ করলো-- মা আমাকে কাছে ডেকে কিছুক্ষন আদর করে বললেন, দ্যাখ সোনা সবাইকে ভালবাসবি, কিন্তু এমনভাবে ভালবাসবি না যে সে চলে গেলে তোর পক্ষে তার চলে যাওয়াটা তোর যেন চরম যন্ত্রণার কারন না হয়। তেমনটা হলে বাঁচাটা খুব কষ্টের হবে। আমি কিছুই বুঝলাম না দেখে মা উদাহরন হিসেবে বললেন, যে ধর হঠাৎ করে আমি চলে গেলাম, আমি হাত দিয়ে মায়ের মুখ চেপে ধরলাম, বলে বসলাম তুমি যদি আর কোনদিন এমন কথা বলো, আমি কিন্তু তখনই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। সেদিন বুঝিনি মা কিসের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম। আমার বয়স তখন এগারো, বুনির নয়, হঠাৎ জানা গেলো বুনিরা নৈহাটি চলে যাচ্ছে । ওর বাবা ব্যাঙ্কে কাজ করতেন খুব বড় প্রোমোশন

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

হয়েছে। গুহ কাকা আগে চলে গেলেন। তিন মাস পর ফিরে এসে ভাগলপুরের পাট চুকিয়ে সপরিবারে চলে যাবেন। খবরটা জানার পর কয়েকটা দিন আমার আশেপাশের জগৎটাই শূন্য হয়ে গেলো। একটাই প্রশ্ন বুনানিকে ছেড়ে আমি থাকবো কি করে। পড়াশোনা, খেলাধূলা এমনকি আমি খেলতে ভালোবাসতাম এসব কিছুর থেকে আমার ইন্টারেস্ট চলে গেলো, এমনকি খাওয়া পর্যন্ত না খাওয়ার মতো হয়ে গেলো। মা এবং বাবা দুজনেই খুব চিন্তায় পরে গেলেন। বুনির অবস্থা আরো খারাপ ও বরাবরই একটু বেশি অনুভূতিপ্রবন। বুনির মা আমার মায়ের সাথে পরামর্শ করে তাড়াতাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আমরা দুজনে তখন শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম, নিরিবিলি স্থানে একে অপরকে জড়িয়ে থাকতাম, ওর একটাই কথা-- আমি তোকে ছাড়া বাঁচবো না। কেবলই বলতো তুই আমাদের সাথে চল , নইলে মাকে বলি-- আমাকে ফুল কাকিমার কাছে রেখে যাক, তাহলে আমরা একসাথে থাকতে পারবো। এই দুটোর কোনটাই যে সম্ভব নয় তা আমি বুঝলেও বুনি বুঝতে চাইতো না। ক্রমশ ওদের যাওয়ার দিন এসে গেলো। ওরা যেদিন রওনা হবে তার আগের দিন সন্ধ্যেয় একটু আগে বুনি বললো চল মঙ্গলা মাসীর মাঠে যাই।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ,ইতিমধ্যেই খুব শীত পড়ে গেছে, বিকেল থেকেই কুয়াশা ঘন হতে আরম্ভ করেছে। আমরা যখন মাঠে পৌঁছালাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে ঘন কুয়াশায় সব ঢেকে গেছে। বুনি হঠাৎ করে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলো। আমিও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম, এতদিন আমার বুকের ভেতর যে যন্ত্রণা কষ্ট জমে উঠেছিল সব কান্না হয়ে বেরিয়ে আসলো। বুনি জিজ্ঞেস করলো আমি তোকে ছেড়ে কি করে বাঁচবো। ওকে বোললাম আমিও জানি না তোকে ছেড়ে আমি কি করে বাঁচবো। হঠাৎ পেছন থেকে মালো মাসির কণ্ঠ শুনতে পেলাম, এ্যাই তোরা দুজন আমার ঘরে আয়। (ক্রমশ)

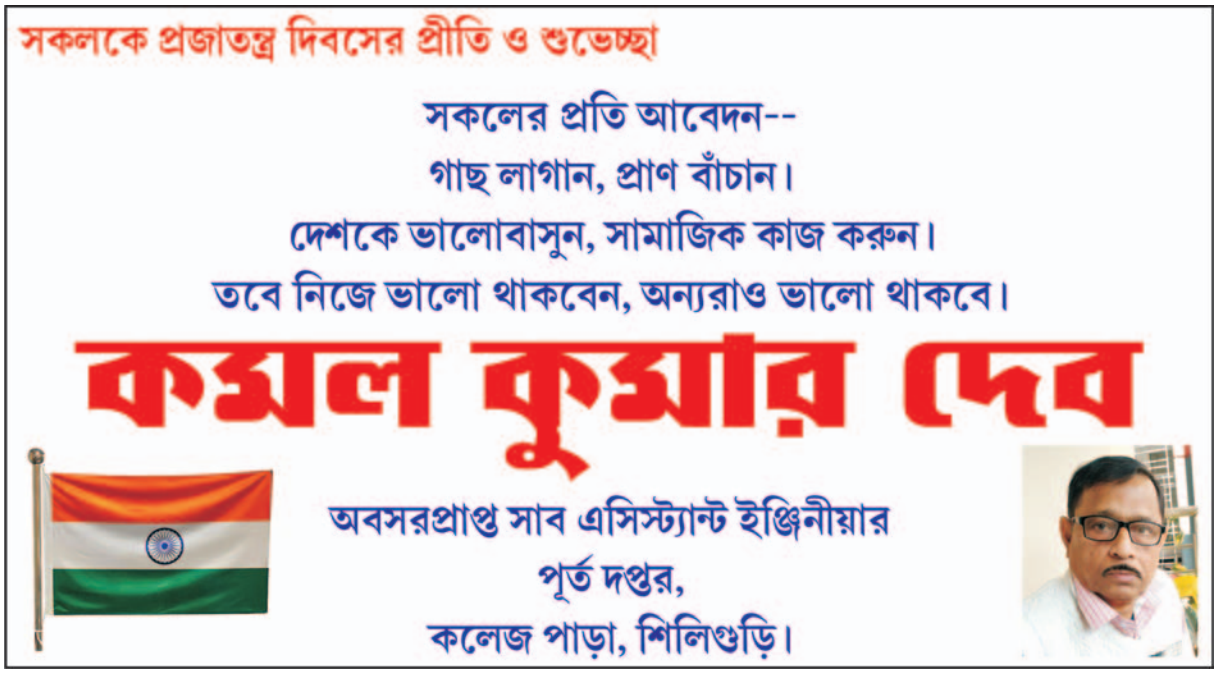

সাহস শক্তির বীজ মন্ত্রে দীক্ষিত ?

কলমে গনেশ বিশ্বাস
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

ভারতের বুকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন প্রথমে শুরু করেছিলেন ফকির শ্রমিকেরা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ১৭৬৩ সাল থেকে। তারপর থেকে তাঁরা ধাপে ধাপে ছোট বড় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন । ব্রিটিশের গুলিতে দেশের জন্য শহিদ হতে থাকেন। সাঁওতাল শ্রমিকদের দলে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন সিধু, কানু দুই ভাই। সাহসের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরাও শহিদ হন। ছোটখাটো ব্রিটিশদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ চলতেই থাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে। প্রায় ৫০ বছর পর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। অসীম সাহসী আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিক ও সমাজসেবী নেতা বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে। দলে দলে আদিবাসী শ্রমিকেরা ব্রিটিশের বন্দুকের আগে তীর ধনুক নিয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহিদদের মৃত্যুবরন করেন সকলে।

এভাবে নানা সম্প্রদায়ের মিলিত প্রয়াসে শ্রমিকেরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান ১৯০০ সাল পর্যন্ত। শহরের বুকে সর্বপ্রথম এক কিশোর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে স্ব ইচ্ছায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসিমুখে শহিদের মৃত্যুবরন করেন। তার আগে শহরে বেশিরভাগ বাবুদের ঘুম ভাঙ্গে নি কারন তারা ব্রিটিশের পা চেটে চেটে এতটাই ক্লান্ত তাদের ঘুম আর ভাঙছিল না। নিরীহ ভারতবাসীর উপরে ব্রিটিশ নির্মমভাবে অত্যাচার করতো সারা ভারতবর্ষ থেকে ধন সম্পত্তি লুঠ করে ইংল্যান্ড নিয়ে যেতো। এই সমস্ত ব্রিটিশ অত্যাচার বাবুদের চোখে পড়তো না, শ্রমিকেরা দেখে আর সহ্য করতে পারেনি তাই ধাপে ধাপে প্রায় দেড়শ বছর ধরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান তাঁরা। তখনও শহরের বাবুরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে চলেছে তাদের ঘুম ভাঙাতে। প্রত্যেকটা

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

চৈতন্যপুর শিশুতীর্থ শিক্ষাপ্রসার সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমিতি আইন ১৯৬১ অনুযায়ী নথিভুক্ত
রেজিঃ নম্বর এস /১ এল/২০৬৩৮(২০০৩০--০৪)
চৈতন্যপুর রোড, ডাকঘর ঃ নিউ রঙ্গিয়া , শিলিগুড়ি --৭৩৪০১৩
জেলা ঃ দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, দূরভাষ ঃ২০০৩৫১৮

শিশুতীর্থ

- শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া ব্লকের চৈতন্যপুর রোডে অবস্থিত শিশু-ক থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত একটি আদর্শ ও সবার প্রথম পছন্দের বাংলা মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়।
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ পন্ডিত -শিক্ষাবিদ--অধ্যাপকগণের উদ্ভাবিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান ১৯৭৬ সালে প্রথম শুরু করে আজ ৪৯ বৎসরে পদার্পন করেছে।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র ও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।
- শিক্ষাদানের মাধ্যম বাংলা হলেও ইংরাজী ভাষার উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলতঃ আজ পর্যন্ত অগণিত ছাত্র-ছাত্রী মাতৃভাষার সুদৃঢ় ভিতের উপর ভর করে ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে।
- ২০০৩-২০০৪ সাল থেকে শিশুতীর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমিতি আইন ১৯৬১ অনুযায়ী নথিভুক্ত " চৈতন্যপুর শিশু তীর্থ শিক্ষাপ্রসার সমিতি" দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতি বিধান করা হচ্ছে।

ভারতবাসীর ঘরে ঘরে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতার মশাল জ্বালাতে। ক্ষুদিরামের এই দেশ প্রেম মহান চিন্তা ভাবনার ফল প্রসূ?

ফাঁসির দড়ি হাসি মুখে গলায় পড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সে সময় সত্যিই কাজে দিয়েছে। এতদিন যারা ঘুমিয়ে ছিল তাদের অন্তর আত্মা ত্মাকেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল বালক ক্ষুদিরামের ফাঁসি। সে সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভয়ঙ্কর রুপ নেয়। এ সমস্ত ঘটনার বহু আগে থেকে ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরোধী দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে গিয়েছেন। ব্রিটিশকে তাড়াতে হলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে চাই ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে আমার তেজস্বী নির্ভীক সাহসী মানস পুত্রের প্রয়োজন। পেলে তবেই হবে আমার ভারত স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল, স্বামীজি জীবিত থাকাকালীনই ওড়িশার কটকে সেই বীর সন্তান জন্মগ্রহন করেন। তারই নাম দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেহ রাখেন তখন মহান বিপ্লবীর বয়স হবে চার কি পাঁচ বছর। দুই মহামানবের একসঙ্গে সাক্ষাৎ না হলেও সুভাষের যখন ১৫ বছর বয়স সেই সময় ভারত স্বাধীনতার মূলমন্ত্র খাজানার চাবি পেয়ে যান। অমূল্য সম্পদ স্বামী বিবেকানন্দের বানী পড়ে কিশোর বয়সে নেতাজি সুভাষ ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। মহান বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ভারত স্বাধীনতার জন্য যা কিছু করেছেন সবই করেছেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদে বলীয়ান হয়ে। পৃথিবীর বিখ্যাত বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ না পেলে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করা অত সহজ ছিল না। স্বামীজি প্রতিমুহূর্তে বাঁচিয়েছেন ব্রিটিশের হাত থেকে তার মানস পুত্রকে , একমাত্র ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে। দেশ স্বাধীনতায় অনুপ্রেরনা শক্তির বীজ মন্ত্র নেতাজি পেয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বই পত্র পড়ে, জয় হিন্দ।

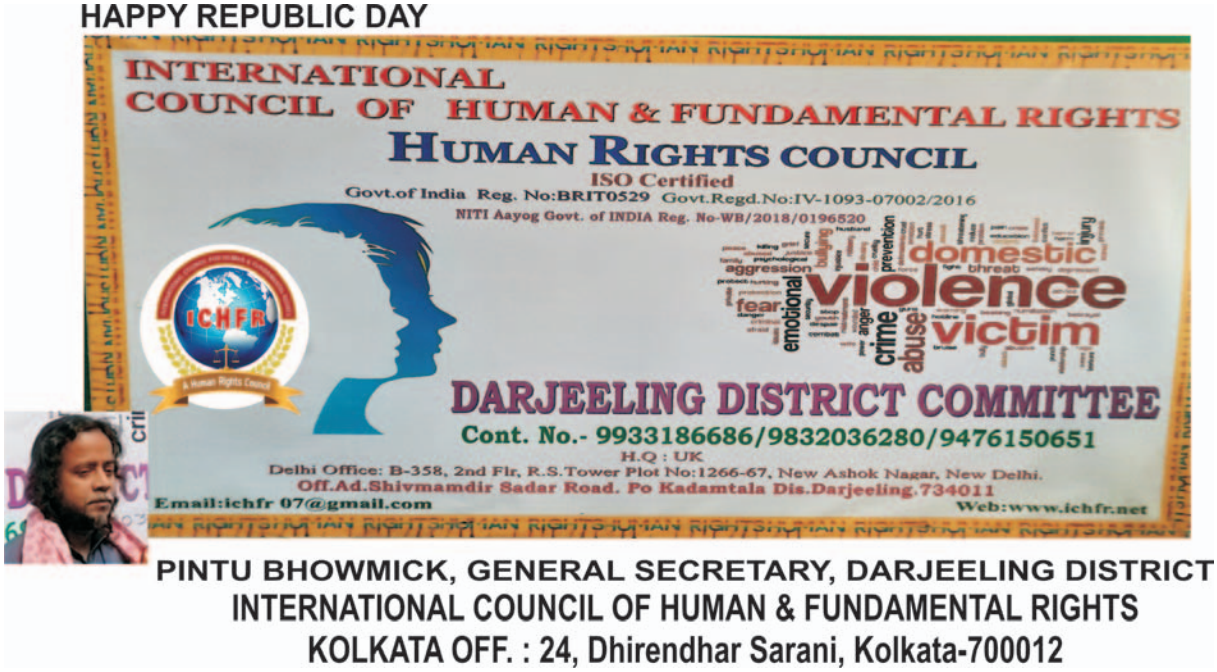

PINTU BHOWMICK, GENERAL SECRETARY, DARJEELING DISTRICT
INTERNATIONAL COUNCIL OF HUMAN & FUNDAMENTAL RIGHTS
KOLKATA OFF. : 24, Dhirendhar Sarani, Kolkata-700012

ইচ্ছে

তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হলে, প্রজার জীবন দুঃখময়,
দেশের ধনের হয় যে ক্ষতি, সেনার শরীর রক্তময়।
যখন আমি রাজা হবো, থাকবে দেশে রাণী,
দেশ-বিদেশে চিনবে আমায়, আমি অনেক নামি।
সৈন্যরা সব রইবে ঘিরে, বলবে রাজার জয়,
ঢাল-তলোয়ার রইবে সাথে, করবো নাকো ভয়।
হাতিশালে থাকবে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া,
চড়বো আমি ঘোড়ার পিঠে,করবো নাকো পড়া,
রাজবাড়িতে করবো সভা বসে সিংহাসনে,
তীর-ধনুক মন্ডা-মিঠাই খাবো ইচ্ছে মতন।
দেশ ঘুরবো টাট্টু ঘোড়ায়, হবে দারুন মজা,
থাকবে না আর দুঃখ প্রজার, বলবে মহারাজা।।

মিলন বন্ধন

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

দুই বাংলার মিলন বন্ধন নজরুল আর রবি
কাকে নেবো কাছে টেনে দুজনেই তো কবি।
গোলাপ, গাঁদা, শিউলি, চাঁপা ফোটে দুই
দেশে
গঙ্গা পদ্মা একই নদী অভাবে আছে কিসে?
ধানের শীষে শিশির পড়ে পায়ের নিচে মাটি
আমি দুই দেশেরই ভাবনা ভাবি
মানুষ বড় খাঁটি।
আমি বাংলার গান গাই, সুর যেখানে পাই
ভালোবাসার মানুষগুলো কোথায় খুঁজে
পাই।
গান--
'গঙ্গা, সিন্ধু, নর্মদা, কাবেরী , যমুনা ওই
বহিয়া চলিছে আগের মতো
কই রে আগের মানুষ কৈ?

শহিদ স্মরনে

মুকুল দাস
(বয়স--৯৯, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

ভয় নাই ভগবানে, নিশ্চিন্তে ঘুমাই!
নিশি কাটে , ভোর হয় , সূর্যের দেখা পাই।
ঘুম ভাঙ্গতেই হৈ হল্লা, বসি গিয়ে টেবিলে,
চা-এ চুমুক দিয়ে খবর পড়ি, ব্যস্ত থাকে
সকলে।
কেহ করে ভোটের কারসাজি, কেহ করে
টাকা গুনতি,
যত সেনা মরে মরুক, যার যাক, কিসের
ক্ষতি!
আসছে ভোট, এখন হোক ভোটের
কেরামতি।
দেশ সেবক হতে গেলে ভোটে আগে জিতি।
এইসব গল্প হয় খাবার টেবিলে নামতা
পড়ার মতো।
এই দেশের নানা কথা জানে মানুষ শত শত।
হে শহিদ!
তোমাদের সমবেদনা জানাতে পারি না মুখে
ভারত মাতা তুমি কি কাতর হওনা শহিদদের দুঃখে?
অন্যায় অবিচার করো, আনো শান্তির বাণী,
হে ধরিত্রী মাতা বাঁচাও তোমার ধরণী।
দেশ প্রেমিক কথার কথা, এতো স্বাধীনতার
গল্প,
এখন ওসবের দরকার কি, সেনা মরে অল্প-স্বল্প।
আহ! কি সমাধান, দেশ জননীর চোখ ভরা
জল,
আমরা সবাই আস্ফালন করি, বানাই বহু
দল!

এখন বাঁচার জন্য বিবেকানন্দের কফিন খোলা প্রয়োজন

কবি চন্দ্রচূড়
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

ধর্ম এক--- জাতির বন্ধনের চিহ্ন। সমাজকে পথ দেখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

সমাজ ছিল, আছে এবং থাকবে। মূল্যবোধ জাগ্রত করেছেন নরেন্দ্র। হৃদয় দিয়ে বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একের মধ্যে একতার প্রসঙ্গ এনেছিলেন ধর্মগুরু, ভারতকে জাগ্রত করবার মন্ত্র করেছিলেন শুরু। দেশের ছেলে ভাগ পায় না, গিয়েছিলেন চিকাগো। মানবতার শীর্ষমনি হয়ে বিশ্বকে করেছিলেন অন্তরঙ্গ।

এ যেন হঠাৎ আসা কোন গৌরবের ঝড়, সেদিন এক করেছিলেন তিনি আপন পর। বলেছিলেন-- ওঠো জাগো ভারতবাসী। স্বপ্নের ভারত গড়বার লক্ষ্যে এ ছিল শান্তির অসি।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমরা হয়েছি স্বাধীন, ঝাড়ু পড়েনি ঘরে, নোংরায় ঢেকেছে দিন। এখন দেশের বয়স পঁচাত্তর পার হয়ে এসে। আমরা হারিয়েছি সেই বীর্যবান বিবেককে। খুঁজে পেতে কেউ কেউ বিবেকাশ্রমের খোলে দোর, আলো আসে ক্ষণিক ভেলায়, মিশে যায়, হয় না ভোর। কেউ কথা শোনে না, " ওঠো জাগো" মন্ত্র ধুলোয় মিশে থাকে।

শুভ ইচ্ছার কোন পথ দেখি না, ডেকে এনেছে বিশৃঙ্খলাকে। ভারত ভূমিতে কলঙ্কের দাগ ক্রমশ বাড়ছে, বোঝার মানুষেরা সব দেখে ঘুমিয়ে পড়ছে। সেজন্য-- বিবেক হারিয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে, সততার হয়েছে মরন।

এখন বাঁচার জন্য বিবেকানন্দের কফিন খোলা প্রয়োজন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মকে কাছে পেয়ে সবাই বন্দেমাতরমের সুরে মাতলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সামনে তখন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বড়দা শ্যামাচরন চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চম প্রজন্ম তথা কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়। সামনেই ২৩শে জানুয়ারি, তারপর ২৬শে জানুয়ারি। সঙ্গীত শিল্পী অদিতি পি চক্রবর্তী, অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় এর মতো শিল্পীরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মকে কাছে পেয়ে আর নিজেদের আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী দেশাত্মবোধক সঙ্গীত বন্দেমাতরম তাঁরা গাইতে শুরু করলেন জয়দীপবাবুর সামনে। সাহিত্য সম্রাটের রক্ত যে বইছে তাঁর শরীরে। তিনি মন দিয়ে সেই দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শুনলেন। তারপর খবরের ঘন্টাকে জানালেন, বন্দেমাতরম মানে দেশ মা-কে ভালোবাসতে হবে। বন্দেমাতরম মানে এই বসুমাতাকে ভালোবাসতে হবে।

সাহিত্য সম্রাটের রক্ত যে বইছে তাঁর শরীরে তার প্রমানও কিন্তু অসামান্যভাবে মেলে ধরছেন জয়দীপবাবু। মানবতার ওপর তিনি একের পর এক কবিতা লিখে চলেছেন। আমাদের নৈতিকতার অবমূল্যায়ন, চিরায়ত ঐতিহ্যকে ভুলতে বসা, মনিষীদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করা প্রভৃতি বিষয়কেকেন্দ্র করে বহু কবিতা লিখেছেন এই প্রতিভাবন কবি। আর তাঁর সেসব কবিতা পাঁচশোর বেশি স্বনামখ্যাত বাচিক শিল্পী রেকর্ড করেছেন। বাংলাদেশ সহ অন্যত্র তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানবতা এবং পরিবেশ রক্ষা করার বার্তাও তিনি বারবার দিয়ে চলেছে কবিতার মাধ্যমে। জয়দীপবাবু একজন সাংবাদিকও। তিনি বলেন, কবিতা আমাদের মধ্যে এক মেলবন্ধন ঘটায়। শনিবার জয়দীপবাবু বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন ডুয়ার্সের লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে। সেখানে ত্রিস্রোতা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাহ ও ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ইন্টার কালচারাল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ এবং এসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন এন্ড ট্যুরিজম চিন্তাবিদ ও লেখকদের শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে যোগ দেওয়ার ফাঁকে খবরের ঘন্টার সঙ্গে কথা বলেন এই প্রতিভাবান কবি। মানবতার জয়গান গেয়ে তিনি একের পর এক কবিতা লিখে চলেছেন। এই কবি বিশ্বাস করেন, মানবতার বিকাশ এবং পরিবেশ রক্ষা না হলে এই সভ্যতা অচিরেই ধ্বংস হবে। অদিতি পি চক্রবর্তী, বাচিক শিল্পী পারমিতা বিশ্বাস, অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, নন্দিতা ভৌমিক সহ আরও অনেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের পঞ্চম প্রজন্ম তথা কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে তার সুন্দর ব্যবহার এবং আলাপচারিতায় বেশ খুশি। তাঁরা বলেন, সাহিত্য সম্রাটের রক্ত যে পঞ্চম প্রজন্মের মধ্যেও বইছে তা তাঁর প্রতিভার স্ফুরনেও বোঝা যায়।

একনজরে কয়েকজন দেশপ্রেমিকের কথা

রাজা রামমোহন রায়

(আবির্ভাব ঃ ইংরেজি ২২শে মে ১৭৭২, বাংলা ৮ই জ্যেষ্ঠ ১১৭৯/তিরোধান ঃ ইংরেজি ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩,বাংলা ১২ই আশ্বিন ১২৪০/আবির্ভাব স্থান ঃ হুগলি জেলার খানাকুলের রাধানগর গ্রাম, তিরোধান স্থান ঃ ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহর/ পিতার নাম ঃ রামকান্ত রায়, মাতার নাম ঃ তারিনী দেবী।)

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(আবির্ভাব ঃ ইংরেজি ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০, বাংলা ১২ই আশ্বিন ১২২৭/ তিরোধান ঃ ইংরেজি ২৯শে জুলাই ১৮৯১, বাংলা ১৩ই শ্রাবন ১২৯৮), আবির্ভাব স্থান ঃ বীরসিংহ গ্রাম, তিরোধান স্থান ঃ কলকাতার বাদুড় বাগানের নিজ বাসভবনে।/পিতার নাম ঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ঃ ভগবতীদেবী।)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(আবির্ভাব ঃ ২৫শে জানুয়ারি,১৮২৪, বাংলা ১২ই মাঘ,১২৩০/তিরোধান ঃ ইংরেজি ২৯শে জুন,১৮৭৩, বাংলা ১৫ই আষাড় ১২৮০/আবির্ভাব স্থান ঃ বাংলাদেশের যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে, তিরোধান স্থান কলকাতার আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে।/পিতার নাম ঃ রাজনারায়ন দত্ত, মাতার নাম ঃ জাহ্নবী দেবী)

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

(আবির্ভাব ঃ ইংরেজি ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬, বাংলা ৬ই ফাল্গুন ১২৪২/তিরোধান ঃ ১৬ই আগস্ট ১৮৮৬, বাংলা ৩১ শ্রাবন ১২৯৩/আবির্ভাব স্থান ঃ হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার কামারপুকুরে দরিদ্র ব্রাহ্মন পরিবারে, তিরোধান স্থান ঃ কলকাতার কাশীপুরের উদ্যানবাটী। /পিতার নাম ঃ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম ঃ চন্দ্রমনি দেবী।)

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(আবির্ভাব ঃ ইংরেজি ২৬শে জুন ১৮৩৮, বাংলা ১২ আষাঢ় ১২৪৫/তিরোধান ঃ ইংরেজি ৮ এপ্রিল ১৮৯৪,বাংলা ২৬শে চৈত্র ১৩০০/আবির্ভাব স্থান ঃ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটির কাছে কাঁঠাল পাড়া, তিরোধান স্থান ঃ কলকাতা/পিতার নাম ঃ যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম ঃ দুর্গাদেবী।)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(আবির্ভাব ঃ ইংরেজি ৭ই মে ১৮৬১, বাংলা ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮/তিরোধান ঃ ৭ই আগস্ট ১৯৪১,বাংলা ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮/আবির্ভাব স্থান ঃ কলকাতার জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর পরিবারে। তিরোধান স্থান ঃ কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি/পিতার নাম ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতার নাম ঃ সারদাসুন্দরী দেবী)

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ

(আবির্ভাব ঃ ইংরেজি ১২ই জানুয়ারি১৮৬৩, বাংলা ২৯শে পৌষ ১২৬৯/তিরোধান ঃ ইংরেজি ৪ জুলাই ১৯০২, বাংলা ২০ আষাঢ় ১৩০৯/আবির্ভাব স্থান ঃ কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে, তিরোধান স্থান ঃ বেলুড় মঠ/পিতার নাম ঃ বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ঃ ভুবনেশ্বরী দেবী)

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(আবির্ভাব ঃ ইংরেজি ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬,বাংলা ৩১শে ভাদ্র /তিরোধান ঃ ইংরেজি ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮, বাংলা ৩ মাঘ ১৩৪৪/আবির্ভাব স্থান ঃ হুগলির দেবানন্দ পুর, তিরোধান স্থান ঃ কলকাতা/পিতার নাম ঃ মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, ভুবনমোহিনী দেবী)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম

(আবির্ভাব ঃ ২৪শে মে ১৮৯৯, বাংলা ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬/তিরোধান ঃ ইংরেজি ২৯ আগস্ট ১৯৭৬, বাংলা ১২ ভাদ্র ১৩৮৩/আবির্ভাব স্থান ঃ বর্ধমানের জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রাম, তিরোধান স্থান ঃ বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। পিতার নাম ঃ কাজী ফকির আহমেদ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন)

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

(আবির্ভাব ঃ ১০ই মাঘ ১৩০৩, ইংরেজি ২৩শে জানুয়ারি ১৮৯৭/অন্তর্ধান স্থান ঃ ১৯৪৫ এর মাঝামাঝি/আবির্ভাব স্থান ঃ জাপানের তাইওয়ান। পিতার নাম ঃ জানকীনাথ বসু, মাতার নাম প্রভাতী বসু।)

(সৌজন্যে ঃ মননে মনীষী, লেখক ঃ সুনীল চক্রবর্তী ও বেবী কারফরমা, প্রকাশক ঃ সুনীল চক্রবর্তী, সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ আন্তর্জাতিক সাহিত্য প্রকাশনা, আরামবাগ, হুগলি,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ।

GOD IS LOVE
CHRIST MISSION ASHRAM

HAPPY REPUBLIC DAY TO ALL

PHILADELPHIA PRESSBYTERIAN CHURCH

Shantinagar, Bowbajar, Post: Dabgram
Siliguri-734004,Dist.: Jalpaiguri,West Bengal
Mobile : 9733034987
Rev. Ranjan R Das

বাংলার পৌষালী রস

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

কৃষ্ণ নগরে বেড়াতে গিয়েছি ছোট ঠাকুরমার বাড়ি। সে হলো আমার মেয়ে বেলার কথা। পৌষ মাসের জাঁকানো ঠান্ডা আর কুয়াশা। যদিও আমি শিলিগুড়ির মেয়ে। তাই কুয়াশা, ঠান্ডা আমাকে অবাক করে না। যেটা অবাক করলো তা হলো সকাল তখন সাড়ে ছটা বাজে। সাইকেলের বেল বাজিয়ে দুয়ারে একজন এলো। সঙ্গে কিছু হাঁড়ি। কাকু, পিসি গ্লাস নিয়ে এসেছে, আমাকে বলল,‘ খেজুরের রস! আমাদের দেশের এক বিখ্যাত পানীয় বলতে পারিস। এই গ্লাস ধর। খেয়ে দ্যাখ। তোদের ওদিকে তো পাওয়া যায় না মনে হয়।” বাবা বললেন,‘‘না শিলিগুড়িতে খেজুর গাছ নেই। তবে গ্রামের দিকেকারও বাড়িতে একটা দুটা পাওয়া যেতে পারে। তাই ওরা এই রসের সাথে পরিচিত নয়। ” আমি বলেছিলাম রেখে দাও পরে খাব। সবাই একসাথে হেসে উঠলো। কাকু বললেন,‘‘ এই রস সকালেই খেতে হয়। বেলা বাড়লে খেলে বরং অপকার হয়। সকালে এই রসের অনেক গুন। প্রাকৃতিক এনার্জি ড্রিঙ্ক এই খেজুরের রসে ভরপুর। শীতের দিনে এই রস শরীর গরম রাখে। সর্দি, কাশি থেকে রক্ষা করে। জানিস তো সবচেয়ে সুস্বাদু হল যশোরের খেজুরের রস, যশোরের খেজুর গুড়ও খুব স্বাদ। তাই যশোরের যশ হল খেজুরের রস। প্রচুর খেজুরের গাছ আছে যশোরে। পুষ্টি গুণে ভরপুর এই পানীয়। কিন্তু বেলা বাড়লে গুনের মাত্রা পরিবর্তিত হয়। এই রস জ্বাল দিয়ে খেজুর গুড় তৈরি হয়। বলতে বলতে হাতে দিলো এক গ্লাস খেজুরের রস। জলের মতোই পাতলা। কিন্তু খেতে খেতে ভালই লাগছিলো। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,‘‘ খেজুর বেটে এই রস হয়? ” আবারও হাসির বন্যায় ভেসে, কত না ঠাট্টা, ইয়ারকিতে মশগুল হল সবাই। ছোট ঠাকুরমা আমাকে কোলের কাছে নিয়ে বললেন,‘‘ দিদিভাই খেজুরের গাছ থেকে এই রস পাওয়া যায়। বিকেল বেলায় গাছিরা গাছে উঠে দা দিয়ে গাছের কান্ডটা ইংরেজি ভি এর মতো করে ছাল ছাড়িয়ে কাটে। ভি শেপের ওই কোনের জায়গায় বাঁশের কঞ্চি কেটে পাইপের মতো করে গেঁথে দেয়। ওই পাইপ বেয়ে টুপটুপ করে রস পড়তে থাকে। তাই পাইপের মুখের কাছে হাঁড়ি বেঁধে দেয়। সারা রাত রস

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ “মহাসাহিত্য”
অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড
Endless Pain - 1st Part.
বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ “ আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)” সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক : নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

পড়ে। সূর্য ওঠার আগে সকালে সেই রস গাছ থেকে নামানো হয়। তারপর খাওয়া হয়। আবার ওই রস উনুনে জ্বাল দিয়ে সুস্বাদু খেজুরের গুড় তৈরি হয়। অনবরত নাড়তে হয় ওই রস জ্বাল দেওয়ার সময়। তারপর পাটালি করার জন্য কিছুক্ষন ১০, ১৫ মিনিট নাড়তে নাড়তে গুড় দানা বাঁধে। তারপর ছাঁচে ঢেলে ঠান্ডা করে তৈরি হয় সুন্দর খেজুর গুড়। যেরকম আমরা বাজার থেকে কিনে আনি। শীতের মজাই হল এই খেজুর গুড়। খেজুর গুড়ের পিঠে পায়েস খাওয়া হয় সারা শীতকাল ধরে। ঠাকুরমা কাকুকে বললেন ওদের খেজুর গুড় বানানো দেখিয়ে আনিস। গিয়েছিলাম পরদিন গুড় তৈরি দেখতে। গুড় জ্বাল দেওয়ার পাত্রটা বেশ বড় চারকোনা মাপের। খেজুর পাতা দিয়েই উনুনে জ্বাল হচ্ছে। খুব ধোঁয়া উঠছিল গুড়ের পাত্র থেকে। ঠাকুরমা যেমন ভাবে বলেছিলেন সেরকমই দেখলাম অনবরত গুড় নাড়া হচ্ছিল। প্রায় তিন ঘন্টা জ্বাল দেওয়ার পর ঘন হয়ে এলে ওই চার কোনা ট্রে নামিয়ে একদিক কাত করে রাখা হলো। গুড়ের ফোটার ধরন দেখে ঝোলা গুড়, পাটালি গুড় তৈরির জন্য নামানো হয়। কাত করে রাখা ট্রে-তে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গুড় দানা বাঁধার ব্যাপারটা সম্পন্ন হয় । কত ধৈর্য্য, সময় আর যত্ন নিয়ে এই গুড় তৈরি হয়। আমাদের রসনার তৃপ্তির সময় সেই কারিগরদের কথা মনেই থাকে না। আজ স্মৃতি থেকে সেদিনের পাতা উল্টিয়ে বাঙালির শীতের রসনার রসালো কারিগরদের প্রণাম জানাই।

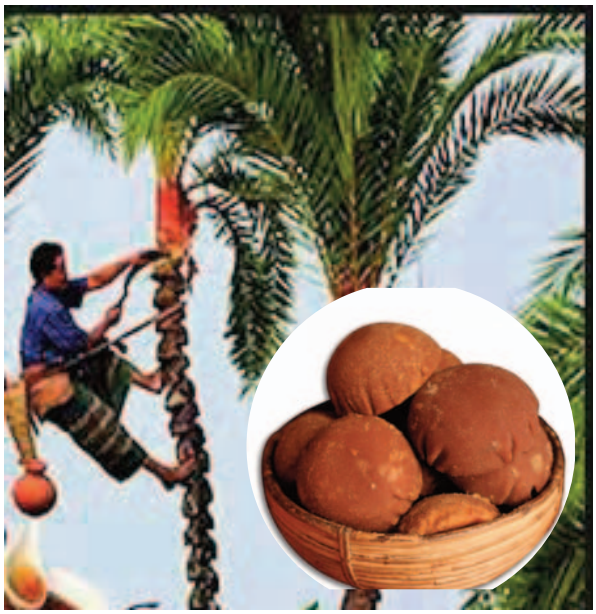

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

গত ১২ জানুয়ারি আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে যেমন স্মরন করেছি তেমনই
মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রয়ান দিবসেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছি।
আমরা চাই দিকে দিকে সকলের মধ্যে দেশ প্রেমের ভাবনা ছড়িয়ে পড়ুক

মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেন

জন্ম ঃ ২২শে মার্চ ১৮৯৪
মৃত্যু(ফাঁসি) ঃ ১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৪

সদস্যবৃন্দ
শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ
মহাকাল পল্লী , সূর্যসেন পার্কের সন্নিকটে, শিলিগুড়ি

দেশপ্রেমের ভাবনাতেই আমরা কাজ করি

পিন্টু ভৌমিক

(সাধারণ সম্পাদক, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ হিউম্যান এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস, দার্জিলিং জেলা কমিটি)

সকলকে নতুন ইংরেজি বছর ২০২৪ সালের শুভেচ্ছা। আমরা এবছরেও বেশ কিছু সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহন করেছি। বিগত বছরে আমরা বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য বহু কাজ করেছি। যেমন তাদের মধ্যে যারা দৃষ্টিহীন তাদেরকে আমরা স্টিক প্রদান করেছি। অনেককে হুইল চেয়ার প্রদান করেছি। আবার অনেক বিশেষভাবে সক্ষমকে আমরা স্বনির্ভরতার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করে। তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তারজন্য আমরা সহযোগিতা করি। আনন্দের খবর হলো, গত পুজোর সময় তাঁরা সেই স্বনির্ভরতার পথে হেঁটে কিছু অর্থ রোজগার করেন। অর্থ রোজগার করে তারা বেশ খুশি। তারা এখন আরও বেশি বেশি করে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে চায়। বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আমরা চলতি ২০২৪ সালেও কিছু কাজ করতে চাই। তাছাড়া বস্ত্র দান, চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো, রক্ত দান সবই আমাদের দেশের কথা চিন্তা করে। আমাদেরই শিবমন্দির এলাকার আর একটি সংগঠন আছে ভরসা। সেই সংস্থার মাধ্যমে আমরা গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। বিশেষভাবে সক্ষমদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে দিতেই সেই প্রয়াস নেওয়া হয়। দেশের কথা চিন্তা করে ২৩শে জানুয়ারি এবং ২৬শে জানুয়ারি আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাবো। সাধারণ গরিব মানুষের সঙ্গে আমরা সবসময় রয়েছি। এবারে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ হিউম্যান এন্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটসের সম্মেলনে সব জেলাকে টপকে কিন্তু দার্জিলিং জেলা সেরার শিরোপা নিয়ে এসেছে। এই সন্মান আমাদের কাজের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দেয়। দেশ প্রেমের ভাবনাতেই আমাদের সব কাজ হয় । আর সেই কাজ থেমে থাকবে না। আমরা সমাজবদ্ধ জীব। আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান প্রানী হিসাবে নিজেদের দাবি করি। সেই দিকে তাকিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি আমরা অস্বীকার করতে পারি না। নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

মানুষের সেবাই বড় কাজ

পূজা মোক্তার

মানুষের সেবার ভাব থেকেই তৈরি হয়েছিল আমাদের ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আর ২৬শে জানুয়ারি আমাদের সেই সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিবছর সাধারণ তন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করি। এবারও তা করবো। সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সকলের মধ্যে দেশ প্রেমের বার্তা ছড়িয়ে দিই। এবারেও তা হবে। এবারে কয়েকজন গুনী মানুষকে আমরা সংবর্ধনা প্রদান করবো। তার পাশাপাশি কিছু গাছের চারা বিলি করবো। এরমধ্যে তুলসী গাছের চারা সহ অন্য গাছের চারা থাকবে। আজ গাছ খুব প্রয়োজন। গাছ ছাড়া আমাদের পৃথিবী অচল হতে বসেছে। গাছ কেটে কেটে আমরা গরম বাড়িয়ে তুলছি। আমি অতশত জানি না। তবে শৈশবে যে পরিবেশ দেখেছি আজ কিন্তু তা দেখি না। শৈশবে যে সব গাছপাল,কীটপতঙ্গ দেখতাম। আজ তা দেখি না। এখন ডিসেম্বর মাস শেষ হলেও শীত সেভাবে পড়ে না। গরম পড়ছে অত্যধিক। এর কারণ কি? শীত আমরা উপলব্ধিই করতে পারি না। দেশ প্রেমের কথা বলার সময় আমাদের কিন্তু সকলের পরিবেশ নিয়েও ভাবনা চিন্তা দরকার বলে আমি মনে করি।

এবারে দেশ প্রেম প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলি। দেশ প্রেমের ভাবনাতেই কিন্তু আমি মানুষের সেবা করি। দুঃস্থদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরন শুরু করে অন্য বস্ত্র বিতরন করি সারা বছর ধরে। তার পাশাপাশি রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অসহায় ভবঘুরেদের আমি সেবা করে থাকি। ভবঘুরেদের চুল দাড়ি কেটে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে সুস্থ করার চেষ্টা করি। অনেক ভবঘুরেকে সুস্থ করে তার ঠিকানা জেনে বাড়িও পৌঁছে দিয়েছি। তার পাশাপাশি খাদ্যও বিতরন করি অসহায়দের মধ্যে। অনেক ভবঘুরের শরীরে পোকা হয়ে গেলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাদের সামনে কেউ হাজির হয় না। তাদের শরীরের মধ্যে পড়ে থাকা পোকা আমি পরিস্কার করে দিই। এইসব অসহায় মানুষকে আমি দেবতা জ্ঞানেও পুজো করেছি। এসব কাজ করতে আমার আসলে ভালো লাগে। আমি চাই আমাদের ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি আরও বৃদ্ধি পাক। তবে এইসব কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক খরচও প্রয়োজন। কেউ যদি তাদের বাড়ির কোনো অনুষ্ঠানে খাদ্য বেঁচে যায় তবে তা না ফেলে দিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কেউ যদি আমাদের সহযোগিতা করার মাধ্যমে দুঃস্থ অসহায় মানুষদের পাশে থাকতে চান তবে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

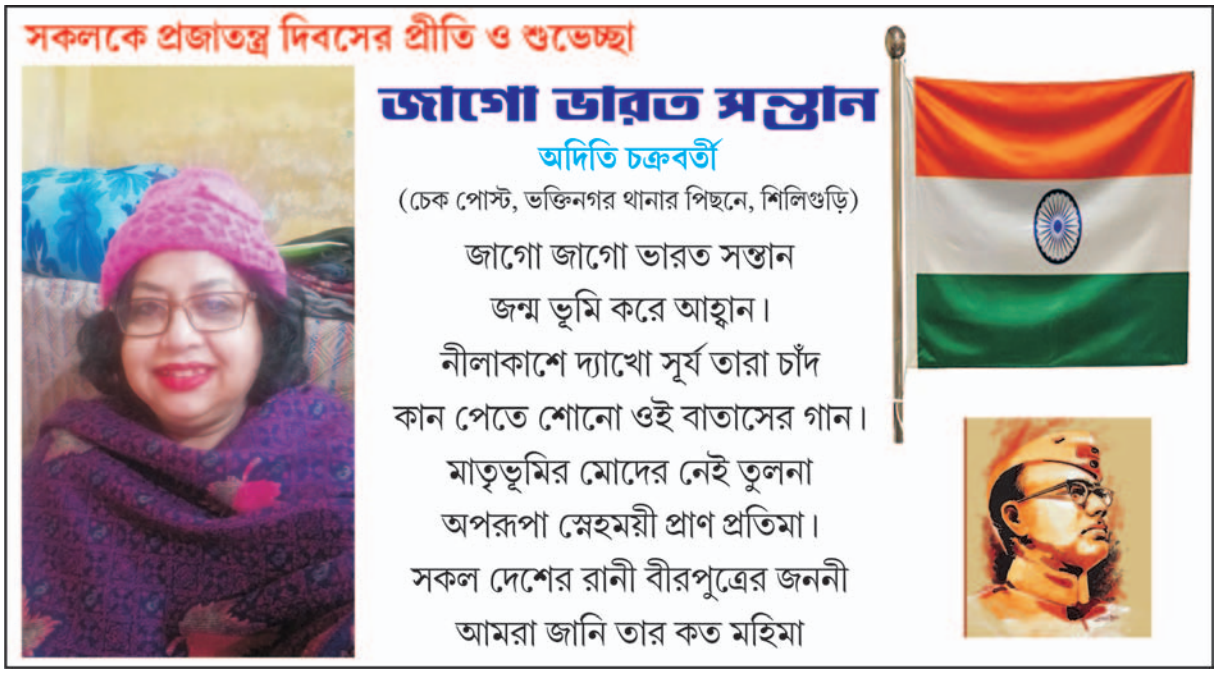

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

নিঃস্বার্থ সেবা

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

দেশ প্রেমের ভাবনায় শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ

নীতিশ নন্দী (কার্যকরী সভাপতি)

১২ জানুয়ারি ছিলো মাস্টারদা সূর্য সেন তথা বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদার প্রয়ান দিবস। এই দিবসটি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি। শিলিগুড়ি মহানন্দা সেতু বা সূর্যসেন সেতুতে রয়েছে মাস্টারদার প্রতিকৃতি। সেখানে আমরা ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।তার পাশাপাশি সূর্যসেন পার্কেও রয়েছে মাস্টারদার মূর্তি। সেখানেও আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইতিহাস তৈরি করেছেন মাস্টারদা। আমরা তাঁর আবির্ভাব দিবস এবং প্রয়ান দিবস পালন করি। আমরা সংঘের তরফে রক্ত দান শিবির করি, বিভিন্ন সামাজিক কাজ করি। স্বাস্থ্য শিবির থেকে শুরু করে দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কাজ আমরা করে থাকি। আমাদের মাস্টারদা স্মরনে একটা ভবন তৈরি করতে চাই। কিন্তু জমি পাচ্ছি না আমরা। আমরা এনিয়ে অনেক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শিবিরেরও দ্বারস্থ হই। কিন্তু তারা আমাদের জমি খুঁজতে বলেছে। কিন্তু আমরা জমি কোথায় পাবো? সূর্যসেন পার্কের মধ্যে আরও অনেক জায়গা রয়েছে। সেখান থেকে যদি আমাদের পাঁচ কাঠা জমি দেওয়া হয় তবে আমরা একটা ভবন নির্মান করতে পারি। বিষয়টি নিয়ে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। ভবন তৈরি করতে পারলে আমরা আরও বেশি বেশি করে দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করতে পারবো।

প্রদীপ চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক) ঃ ১২ই জানুয়ারি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মাস্টারদাকে স্মরন করি। ১২ জানুয়ারি ছিলো তাঁর প্রয়ান দিবস। স্বাধীনতা আন্দোলনে অসামান্য ভুমিকা ছিলো মাস্টারদার। মাস্টারদা স্মরনে আমাদের মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ সারা বছর ধরে অনেক মানবিক ও সামাজিক কাজ করে থাকি। রক্ত দান, পাঠ্য পুস্তক দান, কন্যদায়গ্রস্ত পিতাকে আর্থিক সাহায্য, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ বিলি প্রভৃতি নানা কাজ করে

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
সুজিত ঘোষ (বাপ্পি)
সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি
ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

With Best Compliments From :-
CELL : 9434088147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com
SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS
C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A
CA
SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

মাস্টারদা স্মরনে আমাদের মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ সারা বছর ধরে অনেক মানবিক ও সামাজিক কাজ করে থাকি। রক্ত দান, পাঠ্য পুস্তক দান, কন্যদায়গ্রস্ত পিতাকে আর্থিক সাহায্য, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ বিলি প্রভৃতি নানা কাজ করে থাকি আমরা। সবটাই দেশের জন্য। মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের মোট ১২টি শাখা রয়েছে শিলিগুড়িতে। কেন্দ্রীয় কমিটি একটি। প্রত্যেক শাখাতেই সারা বছর ধরে সামাজিক কাজ হয়। আমরা সকলের উন্নতি কামনা করি। চার বছর ধরে লড়াইয়ের পর আমরা বর্তমান পাঠাগারটি পেয়েছি। সেটি পাঠাগার ও অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয়। এখন আমাদের একটি ভবন তৈরি হলে আরও ভালো কাজ করতে পারবো। এরজন্য আমরা প্রশানের কাছে সহযোগিতা চাই। এখন বিশ্ব উষ্ণায়ন শুরু হয়েছে। সবুজায়নের কথা চিন্তা করে আমরা সব শাখাকে বৃক্ষ রোপনের কথা বলছি। এন জে পি গেট বাজার এলাকায় কিছু বৃক্ষরোপন হয়েছে। আগামী দিনে আরও গাছের চারা বিলি ও বৃক্ষরোপন হবে আমাদের। আমরা চাই চারদিকে সবুজ পরিবেশ তৈরি হোক।

রাজু বড়ুয়া (খোকন , সহ সম্পাদক) ঃ ১২ই জানুয়ারি মাস্টারদার প্রয়ান দিবসে খবরের ঘন্টা আমাদের শিলিগুড়ি মাস্টারদা স্মৃতি সংঘকে সংবর্ধনা প্রদান করে। এরজন্য খবরের ঘন্টাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা। দেশ সেবা তথা সমাজসেবার জন্য আমাদের এই সংগঠন। যারা স্বাধীনতার জন্য বলিদান দিয়েছেন তাদের কথা এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভুলে যাচ্ছে। তাই দেশ প্রেমিকদের কথা নতুনদের মধ্যে তুলে ধরতে আমাদের প্রয়াস চলছে। বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকি আমরা।দুঃস্থ মানুষদের পাশে আমরা থাকি বিভিন্ন সময়। কারও মেয়ের বিয়ে না হলে আমরা আছি।কেউ বই কিনতে না পারলে আমরা আছি। রক্ত দানতো আছেই। এই সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আগামী দিনে বৃক্ষরোপনের ব্যাপক কর্মসূচি নিতে চলেছি। তবে আমাদের বর্তমান পাঠাগারটি রয়েছে মহাকাল পল্লীতে। স্থানাভাবে আমরা অনেক কাজ করতে পারছি না। আমরা একটি জমি চাইছি । সেই জমি পেলে আমরা ভবন তৈরি করে অনেক কাজ করতে পারবো। সূর্যসেন পার্কের মধ্যে বা পাশে কোনো জমি আমাদের দেওয়া

হলে আমাদের অনেক কাজ হবে। সূর্যসেন স্মরনে শিলিগুড়িতে সূর্যসেন পার্ক, সূর্যসেন সেতু, সূর্যসেন কলেজ রয়েছে। সূর্যসেন কলোনিও রয়েছে শিলিগুড়িতে। দেশ স্বাধীনতায় নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন মাস্টারদা সূর্য সেন। মাস্টারদার জীবনী আজকের প্রজন্মকে নতুন করে দেশ প্রেমের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করুক আমরা এটাই চাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এটাই রইলো প্রার্থনা।

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Mobile : 9434151873

Pradip Ghosh (Manta)

প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)

হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

প্রতিদিনই মানুষের সেবায় কাজ করি

বাবলু তালুকদার
(সাধারণ সম্পাদক, ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি, সাধারণ সম্পাদক, বিধান স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

সকলকে নতুন ইংরেজি বছরের শুভেচ্ছা। সারা বছর ধরেই আমি সাধারণ মানুষকে সেবা করার ভাবনা নিয়ে কাজ করে থাকি। ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন করি। তার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ বিতরন করি। রক্ত দান শিবিরতো রয়েইছে। তাছাড়া খেলাধূলার প্রসারেও আমরা কাজ করে থাকি।

১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালিত হয়েছে। মানুষকে সেবা করার ভাবনা সেই দিনে আমরা বেশি বেশি করে ছড়িয়েছি। স্বামীজির ভাব নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি। আগামীদিনেও সেই ভাব নিয়ে কাজ করে যাবো। ২৩শে জানুয়ারি, ২৬ জানুয়ারি রয়েছে। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন। দেশের জন্য নেতাজির অবদান নতুন করে বলার নয়। নেতাজিকে স্মরন করে আমরা কাজ করে থাকি। আমরা চাই স্বামীজি ও নেতাজির ভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। সাধারণতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখেও আমাদের কিছু সামাজিক কাজ হয়।

নতুন বছরে আমরা চাইবো, মানুষ মানুষের জন্য আরও বেশি করে কাজ করুক। নতুন বছরে আমরা প্রার্থনা করবো, চারদিকে যেন হিংসামুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। হিংসা, মনের মধ্যে কুটিলতা আমাদের কিন্তু ক্ষতি করছে। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করতে আমাদের ভালো চিন্তার মধ্যে থাকতে হবে।

শিলিগুড়ি শহর ছাড়াও শহরের বাইরেও আমরা এখন থেকে কিছু কর্মসূচি গ্রহন করছি। চা বাগান , বস্তি এলাকায় আমরা স্বাস্থ্য শিবির, ওষুধ বিতরনের মতো কর্মসূচি গ্রহন করতে চলেছি । সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)
সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

মানুষের সেবায় পাশে আছি

কমল কুমার দেব

(অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, পূর্ত দপ্তর, কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। এই অবসরে খবরের ঘন্টা দেশ প্রেম সংখ্যা প্রকাশে ব্রতী হয়েছে। সেই কারনে খবরের ঘন্টার প্রতি শুভেচ্ছা রইলো। আর এই সময়ে দেশ প্রেম নিয়ে দুচার কথা বলে থাকি।

দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই কর্মজীবনে কাজ করেছি। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে চাকরি করার সময় কোথাও সেতু তৈরি, রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা ডিজাইনিং করেছি। কিভাবে সেই সেতু শক্তপোক্ত হবে, কিভাবে রাস্তাটি বেশিদিন ভালো থাকবে তার ভাবনাতেই কাজ করেছি। উদ্দেশ্য একটাই, দেশ প্রেম। জনগনের সেবা। সেইসব কাজ করার সময় দেশ প্রেমের ভাবনাই মনে জেগে থাকতো। এমনও হয়েছে অফিসের ডিউটি টাইমের বাইরেও বাড়িতে গিয়ে কোনো সেতুর কাজ করেছি। অফিসের কাজের বাইরে বাড়িতে গিয়ে সেই সব কাজ নাই করতে পারতাম। কিন্তু করেছি। কারণ মনে দেশ প্রেমের ভাবনা থাকতো।

আজ চাকরি নেই। কিন্তু তারপরেও বসে নেই। অফিসের চাকরি না থাকতে পারে। কিন্তু মানুষের সেবা করতে , দেশের সেবা করতে আবার চাকরি লাগে নাকি। কোথাও কোনো গরিব মানুষ অসুস্থ হলে, কেউ টাকার অভাবে ওষুধ কিনতে না পারলে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। দৌড়ে যাই। সাধ্য অনুযায়ী পাশে থাকি। আবার শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কের পাশে আমরা কিছু প্রবীন নাগরিক প্রতিদিন বসি। সবাই মিলে আড্ডা দিই। সুখদুঃখের আলোচনা করি। সেখানে আমরা তৈরি করেছি অবকাশ। সেই অবকাশের মাধ্যমেও আমরা মানুষের সেবা বা দেশের সেবা করে থাকি। কদিন আগেই বিপ্লবী বাঘাযতীনের জন্মদিন আমরা পালন করি। সেই সময় বাঘাযতীনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরন করি। সেখানে আমরা সবাই মিলে সেই কাজটি করে থাকি।

এর বাইরে আবার সমাজের কথা চিন্তা করে গাছ বিলি করে থাকি। আমার কলেজপাড়ার ফ্ল্যাটে অনেক গাছের চারা আছে। মাঝেমধ্যে আমি ফ্ল্যাট থেকে গাছের চারা বিলি করি। উদ্দেশ্য একটাই, দেশ , সমাজ , সর্বোপরি পরিবেশ যাতে ভালো থাকে।

২৬ জানুয়ারি দেশাত্মবোধের অনুষ্ঠান

নির্মল কুমার পাল

(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। ২৬ জানুয়ারি আমাদের ক্লাবে দেশাত্মবোধের ভাব নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। ২০১৯ সালে শেষ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। কিন্তু তারপর করোনার জেরে সব অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এবারে ২০২৪ সালে আবারও ২৬ জানুয়ারি দেশ প্রেমের ভাবনাতে অনুষ্ঠান হবে। ২৬ জানুয়ারি সকালে এ উপলক্ষ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে ক্লাবের সামনে। দুটো বিভাগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হবে। একটি ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত শিশুদের নিয়ে, আরেকটি দশ থেকে পনের বছর পর্যন্ত বা ১৬ বছরের উর্ধ্বে। সেই অঙ্কন প্রতিযোগিতার সময় শিশুদের বাবা মা বা অভিভাবকরা যাতে বোরিং ফীল না করেন তারজন্য অভিভাবকদের নিয়ে দেশ প্রেমের ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের বাইরে শিশুরা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে আর সেই অবসরে ক্লাব ঘরে কুইজ প্রতিযোগিতা হবে।যারা অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে তাদের হাতে একটি করে কমলালেবু, কেক এবং অঙ্কনের খাতা তুলে দেওয়া হয় উপহার হিসাবে। দুপুর পর্যন্ত এসব অনুষ্ঠান হওয়ার পর বিকেল পাঁচটা থেকে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারই ২৬ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে ক্লাব চত্বরে বাংলা ব্যান্ড থাকছে। থাকছে নৃত্য অনুষ্ঠানও। তার পাশাপাশি সমবেত অনুষ্ঠানও হবে।

সকলকে আবারও ২৬ জানুয়ারির শুভেচ্ছা। একটি বার্তাই বেশি বেশি করে বলতে চাই, তা হলো দেশ প্রেমের ভাব সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক। দেশ প্রেমের ভাব বেশি বেশি করে ছড়িয়ে দিতেই আমাদের এই প্রয়াস। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
(সঙ্গীত শিল্পী, আনন্দ ধারা সঙ্গীত একাডেমি)

একজন সঙ্গীত শিল্পী তথা সমাজসেবী হিসাবে আমাকে খবরের ঘন্টা পত্রিকাতে দেশ প্রেম নিয়ে লিখতে বলা হয়েছে। তারজন্য সম্পাদক বাপি ঘোষকে কুর্নিশ জানাই। যদিও আমি লেখক নই তবে একটু আধটু লিখি। এবারের সংখ্যা দেশপ্রেম।

আমরা দেশ প্রেম বলতে কি বুঝি? প্রতিটি মানুষের কাছে জন্মভূমি বড় প্রিয়। মা যেমন স্নেহ দিয়ে সন্তানকে লালনপালন করে ঠিক সেই রকম দেশ আমাদের ধরিত্রী। প্রতিটি মানুষ নিজের দেশকে ভালোবাসে। দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসার নাম হলো দেশ প্রেম। ভারতবর্ষ আমার দেশ। আমি খুব গর্বিত। কারন এই দেশে আমার জন্ম। এই দেশেই জন্ম স্বামী বিবেকানন্দ,নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস, মাস্টারদা সূর্যসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, ক্ষুদিরাম বসু, বিনয় বাদল দীনেশ, ঝাঁসির রানী লক্ষী বাই, সিস্টার নিবেদিতা, সর্দার ভাই প্যাটেল, বাঘাযতীন, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। এরা সবাই আমাদের দেশকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করেছিলেন। এই দেশের মাটিতে ভারতের পতাকা উত্তোলনের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়েছিলেন। বন্দেমাতরম -জয় হিন্দ-ভারত মাতা কি জয় এই শ্লোগান দিলেই ব্রিটিশ পুলিশ বা ভারতীয় বিপ্লবীদের কারাগারে বন্দি করা হতো।দেশকে এতো তাঁরা ভালাবাসতেন যে তাঁরা তাদের জীবনের মায়া করতেন না।

আজও ভারতীয় সেনারা কিভাবে দেশকে ভালোবেসে দেশকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছে। তাঁরা পরিবারের কথা চিন্তা করেন না। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন সীমান্ত এলাকায় পাহারা দেন সেনা জওয়ানরা। ভারতীয় সেনা বাহিনীর দেওয়া সুরক্ষাতে আমরা সুরক্ষিত রয়েছি। ২৬ জানুয়ারি, ১৫ আগস্ট এলে আমরা সেনা বাহিনীকে স্যালুট জানাই,দেশের সংগ্রামীদের স্যালুট জানাই। জাতীয় সঙ্গীত গাই।

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। ১২ জানুয়ারি মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি হয়েছিল। শোনা যায় , দেশের ভালোর জন্য দিনরাত লড়াই করেছেন মাস্টারদা। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক। ব্রিটিশের কাছে ভালো থাকার জন্য তাঁরই নিজের আত্মীয় তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাঁকে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে তাঁর শরীরের সব হাড় ভেঙে যায়। ফাঁসির পর সেই দেহটি তাঁর পরিবারের হাতে পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়নি।এভাবে নিজের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করতে কত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন এই সংগ্রামী বিপ্লবীরা।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর বাণী যদি ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থ করানো যায় তবে কিছুটা হলেও তাঁরা জীবনে নৈতিক শিক্ষা পেতে পারে। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন। দেশের স্বাধীনতার জন্য নেতাজির অবদান ছিলো অসামান্য। তিনি যেভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শেষমেষ ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে পিছু হটে।

আমার কাছে দেশ প্রেম হলো দেশের জন্য কিছু করা। সেনাদের কাজে সহযোগিতা করা। তাঁদেরকে সম্মান দেওয়া। দেশের মানুষ যদি কোথাও অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয় তবে আমাদের কাজ হলো তাকে সহযোগিতা করা। শিশুদের শিক্ষা দেওয়া, শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো, বৃদ্ধ মানুষদের পাশে থাকা আমাদের সকলের কর্তব্য। দেশের মাটি জল চারিদিকের সবুজ সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখা আমাদের কর্তব্য। ‘ ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ’

মাঠে টানতে ফুটবলের আসর ফেব্রুয়ারিতে

নবকুমার বসাক
(কর্ণধার, শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, শিলিগুড়ি)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। দেশের কথা ভেবে আমরা শুধু একদিন কাজ করি না, ৩৬৫ দিন ধরে আমরা গরিব অসহায় মানুষের পাশে আছি। আমরা দুঃস্থদের মধ্যে দুদিন পরপরই বস্ত্র বিতরন করি। তার পাশাপাশি অভুক্তদের মধ্যে খাদ্য বিতরনতো আছেই। কারও বিবাহ বার্ষিকী, কারও অন্নপ্রাশন থাকলে তাঁরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে বস্তি এলাকায় গিয়ে খাদ্য বিতরন করে। আবার আমরা প্রতিমাসেই অসহায় কিছু বৃদ্ধার কাছে চাল ডাল পৌঁছে দিই। এটা আমাদের ধারাবাহিক কর্মসূচি। আমরা দেশের কথা চিন্তা করেই এসব কাজ করে থাকি।

একটা সময় খুব ফুটবল খেলতাম। খেলার নেশাতেই জাতীয় স্তরের কিছু ফুটবল প্রতিযোগিতাতে অংশ নিই। আর ফুটবল খেলার জন্যই আমার চাকরি পাওয়া বি এস এফে। আজ বি এস এফে ফুটবলের প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করি। দেশের জন্য সেখানেও নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। দেশের কথা চিন্তা করেই আমরা তৈরি করেছি শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সেই সোসাইটির মাধ্যমে আমরা সারা বছর ধরে মানুষের সেবায় কাজ করে থাকি। শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর সংহতি মোড়ের কাছে দেবগীতা এপার্টমেন্টে সেই সোসাইটির কার্যালয়। এবারে সকলের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে আসছে ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ ও ১১ তারিখে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল লাগোয়া কাওয়াখালিতে আমরা এক ফুটবলের আসর বসাতে চলেছি। বয়স্ক মানুষদের মাঠে আনার চেষ্টা করছি সেই খেলার মাধ্যমে। কাওয়াখালির জনকল্যান সংঘের মাঠে সেই খেলা হবে দুদিন ধরে। তাতে অনুর্ধ্ব ১৫ গ্রুপের কিছু ছেলে ফুটবল প্রতিযোগিতাতে অংশ নেবে। অংশ নেবে কিছু স্কুল এবং কোচিং সেন্টারের খুদে খেলোয়াড়রা । ৪০ এর ওপরে যাদের বয়স এরকম পাঁচ জনের গ্রুপ এবং ৪৫ এর ওপরে যাদের বয়স এরকম চার জনের গ্রুপ তৈরি করে ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। সেই খেলা উপলক্ষ্যে ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি দুদিন ধরে নানা কর্মসূচি রয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে অনুর্ধ্ব ১৫ এর ফুটবলের সূচনা হবে। সকাল এগারটা থেকে ৪০ উর্ধ্বদের খেলার সূচনা হবে। ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে গ্রামের শিশুদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন দুপুর দেড়টায় অনুর্ধ্ব ১৫ খেলার সূচনা করবেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রঞ্জিত সরকার। রঞ্জিতবাবু রাজ্য ভূমি সংস্কার উন্নয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং সারা ভারত মতুয়া নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু সেলের একজন চেয়ারম্যান। তিনি আমাদের সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখবেন। সেই সময় শিলিগুড়ির মেয়র, ডেপুটি মেয়রও উপস্থিত থাকবেন। থাকবেন আরও অনেক গুনীজন। আমরা সেই সময় কিছু খেলার প্রশিক্ষককে সংবর্ধনা জানাবো। আর কিছু গুনীজনকে সংবর্ধনা প্রদান করবো। বিকালে পুরস্কার বিতরন হবে। যেসব খেলোয়াড় দুদিন ধরে এই খেলায় অংশ নেবে তাদের দুদিনই দুপুর বেলা মাংস ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলার পোশাক বিতরন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলের সাদর আমন্ত্রন। কাওয়াখালির মাঠে দুদিন ধরে উপস্থিত থেকে আমাদের সেই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলুন। আমরা আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই। আপনাদের সকলের অংশগ্রহন এবং সহযোগিতাতেই আমরা এই সব কাজ করতে পারছি। কেউ কোনোভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইলে যোগাযোগ করুন ৭৯০৮৮৪৬৫৮১ নম্বরে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

আমার চোখে দেশ প্রেম

আশীষ ঘোষ
(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

আমরা দেশ প্রেম বলতে সাধারণত ভাবি, স্বাধীনতার পূর্বে যারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য চূড়ান্ত কষ্ট ভোগ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন--তারাই দেশপ্রেমিক। অবশ্যই তাঁরা দেশপ্রেমিক। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছাড়াও যারা সৎ ভাবে জীবনযাপন করেন , দেশের জনসাধারণকে সরকারকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার সময় , বৈদেশিক আক্রমনের সময় যারা সাহায্য করেন তারাও দেশপ্রেমিক। যারা নিজ ভাষাকে ভালোবাসেন ধ্রুপদী ভাষার জন্য দাবি করেন , নিজ ভাষার সাহিত্য সংবাদপত্র পড়েন, তাদের টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন তারাও দেশপ্রেমিক। ইংরেজ শাসনের সময় যারা বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করতেন তাদের দেশপ্রেমিক বা স্বদেশী বলা হোত। তাহলে এখনও যদি আমরা নিজের এলাকার বা রাজ্যের পণ্য ব্যবহার করি , বিলাসের জন্য বিদেশী পণ্য কম ব্যবহার করি বা না ব্যবহার করি তাহলে তারাও দেশপ্রেমিক। নিজ এলাকার পণ্য ব্যবহার করলে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নতি হয়। অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। নিজ ভাষার সঙ্গীত শুনলে এবং সাহিত্য সংবাদপত্র পড়লে স্থানীয় অর্থনীতি উন্নতি লাভ করে। কোনো রাজ্যের যদি কোনো কিছুতে ঘাটতি থাকে সেই ঘাটতি কমানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন ভারতের সৈন্য বাহিনীতে বেঙ্গল রেজিমেন্ট নেই, বিভিন্ন প্রদেশ বা জাতির নামে ভারতের সামরিক বাহিনীতে রেজিমেন্ট থাকলেও আমাদের নেই। তাহলে বেঙ্গল রেজিমেন্টের জন্য দাবি করলেও তাও কিছুটা দেশ প্রেমের লক্ষন। সর্বোপরি আমরা যদি নিজের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি , মানবিকতার নিদর্শন প্রয়োজনের সময় রাখি তাহলে সেটাও দেশপ্রেম। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথাও কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যাবে না। বিভিন্ন সময়ে ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরন করা , পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের সম্পর্কে জানানো (সুভাষ চন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন , রাসবিহারী বসু , কানাইলাল , প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকে) সেটাই অবশ্যই দেশপ্রেম।

ছাব্বিশে জানুয়ারি

শিপ্রা পাল
(ত্রিবেণী এপার্টমেন্ট, বাবু পাড়া, জেলা দার্জিলিং, পোস্ট অফিস ঃ শিলিগুড়ি টাউন, পিন কোড ৭৩৪০০৪ , মোবাইল নম্বর ৮১০১২৫৯৭১৯)

ছাব্বিশে জানুয়ারির কথা বলছি --
পরাধীনতা শাসন ঘুচানো সোচ্চার কণ্ঠে
আমি প্রজাতন্ত্রের কথা বলছি।
কতো শহীদের বলিদান, রচিত হলো
ইতিহাস
পাখির কলতান, ফুটলো নানা রঙের ফুল
নতুন আলোয় প্রভাত জাগে আকাশ।
বীর যোদ্ধার কুচকাওয়াজে
তেরঙা ওই পতাকায় পরিচয়
গেরুয়া, সাদা ও সবুজের মাঝে।
গেরুয়া শেখালো ত্যাগ, সাদায় সত্য ও শান্তি
সবুজের ভেতর বিশ্বাসে প্রগতি
ঘুচে যাক যতো কালিমার ক্লান্তি।
হাতে হাত রাখি, ভারতমাতার জয়গান
উন্নত শিরে স্বাধীনতা এনেছিলেন যারা
সেলাম তাঁদের, জানাই সশ্রদ্ধ সম্মান।

জয়তু নেতাজী

পাঞ্চালী চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী, বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

গতবছর মেয়ের স্কুলের গরমের ছুটিতে গিয়েছিলাম কার্শিয়াঙের গিদ্দা পাহাড়ে। বেশ গরম পড়েছিল। গরমে শরীর মন চাঙ্গা করতেই পাহাড়ের উদ্দেশ্যে একরকম বেরিয়ে পড়া। তাছাড়া ওখানে বসু পরিবারের যে বাড়ি আছে সেটা এখন নেতাজী মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। সেখানেও সবার যাবার ইচ্ছা। সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে জলখাবার খেয়ে রওনা দিলাম। সাথে ছিল আমার স্বামী, আমার মেয়ে, আমার মামাতো বোন ও আমাদের গাড়ির চালক ভোম্বল। ভোম্বল যেমন ভালো গাড়ি চালায়, তেমনি রাস্তাঘাটও ভালো চেনে। স্ফূর্তিবাজও বটে। শিলিগুড়ি থেকে সুকনা হয়ে এন এইচ ৫৫ ধরে তিনধারিয়া। সেখানে গাড়ি থামিয়ে একটু ছবি তোলা। উৎসাহ সবারই প্রবল। এবারে গন্তব্যস্থল গিদ্দা পাহাড়। সেখানে তখন চলছে রোদ ও মেঘেদের খেলা। কোনো এক অজানা ঠিকানায় উড়ে যাচ্ছে মেঘেরা। পাহাড়গুলো দেখলাম আকাশে হেলান দিয়ে আছে। আর দেখলাম

নেতাজি মিউজিয়াম। ইংরেজরা তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছিলো। সেখানে নেতাজীর একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। যেটা উদ্বোধন করেছিলেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মিউজিয়ামের বাগানে একটি ক্যামেলিয়া গাছ আছে। যেটা ১৯৩৪ সালে শরৎচন্দ্র বসু লাগিয়েছিলেন। এছাড়া মিউজিয়ামের ভেতরে দেখলাম-নেতাজির ব্যবহৃত অনেক আসবাবপত্র, পোশাক, পিয়ানো। তাছাড়া নেতাজির নিজের হাতের লেখা চিঠি। সে এক দারুন অনুভূতি। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন সেদিন ওই মিউজিয়ামটি দেখতে।আর সেদিন ওই পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গেয়ে উঠেছিলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান-'তোমার আসন শূন্য আজি-- হে বীর পূর্ণ কর।'।

সুভাষ চন্দ্রের মাতৃ আরাধনা ব্রিটিশ কারাগারে

অনিল সাহা
(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস , শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

বর্তমানে ইলেকট্রনিকের যুগে শিক্ষিত সমাজ ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে, আধ্যাত্মিকতা নামক বিষয়টি অন্ধ বিশ্বাসজাত। আধ্যাত্মিকতা যারা এখনও চর্চা করেন, তাঁরা নাকি কল্পনাবিলাসী। কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা যে মানুষকে কি অপরিমেয় মানসিক বলে বলীয়ান করে তোলে, আত্মত্যাগী করে তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বত্যাগী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

বিবেকানন্দের ভাব শিষ্য সুভাষ চন্দ্র ছিলেন মাতৃ সাধক। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী পূর্ণতমা নন্দ মহারাজ যুগ নায়ক ও দেশনায়ক প্রবন্ধে বলেছেন,' একটি জপের মালা ও একখানি পকেট গীতা ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে প্রতিদিনই কিছুক্ষন তিনি গীতা ও চন্ডীপাঠ করতেন। সুভাষচন্দ্রকে বহুবার কারাবরন করতে হয়েছিল। সেই কারাগারে বসেই তিনি আধ্যাত্মিক চর্চা করতেন। দুর্গা বা কালীর ধ্যান করতেন। নিয়ম করে পূজাও করতেন।

১৯২১ সাল। সুভাষ চন্দ্র সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে ছয় মাস জেলে কাটান।

১৯২৪ সাল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা পৌরসভার মেয়র হন। সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন পৌরসভার চিফ এক্সিকিউটিভ। এই সময় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের সূত্র ধরে ইংরেজরা অন্যান্যদের সঙ্গে সুভাষকেও আবার গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান। প্রথমে আলিপুর জেল পরে পাঠানো হয় বহরমপুর জেলে। ইংরেজদের কাছে সুভাষ চন্দ্র ছিলেন এমনই বিপজ্জনক, তাঁকে তারা জেলে রাখাটা নিরাপদ মনে করল না। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে। মাতৃসাধক সুভাষ চন্দ্র সেই জেলে বসেই চালিয়ে যেতে লাগলেন ধ্যান আর গীতা ও চন্ডীপাঠ। জেলের এক প্রকোষ্ঠে তিনি একটি ঠাকুর ঘর বানিয়ে নিলেন। তৈরি করে নিলেন আরাধ্য মাতৃদেবীর সাধন কক্ষ।

১৯২৫ সাল। অক্টোবর মাস। দুর্গা পূজার সময়। সুভাষ চন্দ্র তাঁর সহ বন্দিদের ডেকে দুর্গা পুজোর কথা বলেন। ইংরেজরুপী অসুরদের দলন করতে অসুরদলনী মহাশক্তি দুর্গার আরাধনার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্তাব সববন্দীরা সাদরে মেনে নিলেন। সিদ্ধান্ত হলো, মান্দালয়ের জেলের ভিতরেই দুর্গাদেবীর পুজো হবে। ওই জেলে যত রাজবন্দি ছিলেন তারা তাদের প্রাপ্ত ভাতা থেকে চাঁদা দিয়ে ১৪০ টাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দুর্গা পূজা করতে খরচ হয়েছিল মোট আটশ টাকা। সুভাষের নেতৃত্বে বাকি ছয়শ ষাট টাকা তারা পুজো অনুদান হিসেবে সরকারের কাছ থেকে পাবার জন্যআবেদন জানালেন। জেল সুপার মেজর ফিন্ডলে রাজবন্দীদের আবেদন সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

সরকার বন্দীদের আবেদন নামঞ্জুর করে জেল সুপারকে আদেশ দিলেন ছয়শ টাকা যা রাজবন্দীদের পুজোর জন্য দেওয়া হয়েছে তা যেন তাদের ভাতা থেকে কেটে রেখে সরকারি তহবিলে ফেরত দেওয়া হয়। খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। রাজবন্দীরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র। জ্বলে উঠলো মান্দালয় জেলের ভিতর বিক্ষোভের অগ্নিশিখা। শুরু হল দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম। সুভাষ ঘোষনা করলেন, সরকারি আদেশ তাঁরা মানবেন না।

কিছুতেই পুজোর অনুদানের টাকা ফেরত দেবেন না। সুভাষের নেতৃত্বে বন্দীরা সরকারের কাছে একটি দাবিপত্র পেশ করলেন। উল্লেখ করলেন,আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ইউরোপীয় কয়েদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য ১২০০ টাকা করে বার্ষিক অনুদান দেওয়া হয়। বাংলার অন্যান্য জেলে সরকার ধর্মীয় অনুদান দিয়ে থাকে। অতএব মান্দালয় জেলের হিন্দু রাজবন্দীদেরও তা দিতে হবে।

১৯২৬ সাল। ২১শে ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র সহ সমস্ত রাজবন্দীরা শুরু করলেন অনশন। আর্থিক অনুদানের দাবি আদায় যতদিন না হবে ততদিনই চলবে এই অনশন। কিছুতেই পিছুপা নন রাজবন্দীরা। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আমৃত্যু অনশনের খবর। ক্ষেভে ফেটে পড়ল ভারতবাসী। জ্বলে উঠলো দিকে দিকে প্রতিবাদের আগুন। ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুনল। অবশেষে দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলষ ৬৬০ টাকা আর বন্দিদের ভাতা থেকে কাটা হল না। ব্রিটিশ সরকার এরপুর পুজোর খরচ বাবদ ৩০ টাকা অনুদান হিসেবে দেবে বলে ঘোষনা করলো।

১৯৪০ সাল। সুভাষ চন্দ্র প্রেসিডেন্সি জেলে। সেই সময় রাজবন্দীদের নিয়ে দুর্গা পূজা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মাতৃ আরাধনা শুধু দুর্গাপুজোর আয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বন্দি অবস্থায় প্রতিদিন তিনি কারাগারে কালী মায়ের ধ্যান করতেন। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা।

(সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন ময়নাগুড়ি নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ও সমাজসেবী অনিল দাস। খুব ভালো ছড়া লিখতেন অনিল দাস। তাঁর পুত্র ময়নাগুড়ি কলেজের অধ্যাপক সমর্পন দাস। আর কন্যা অদিতি পি চক্রবর্তী একজন সঙ্গীত শিল্পী ও কবি। প্রয়াত অনিল দাস ছড়া লিখতে ভালোবাসতেন। বহু ছড়া নিয়ে তাঁর একটি বই হলুদ ফুলের ছড়া প্রকাশিত হয়েছে অনেক দিন আগে। সেই বই থেকে কিছু ছড়া এখানে প্রকাশিত হলো ঃ---)

ভালো ক'রে

অনিল দাস

ভালো করে পড়াশুনা
কর ভাই সকলে
জীবনেরে নিয়ে রাখো
আপনার দখলে।
নিয়মিত ইসকুলে
পড়াশুনা চলবে
দেখো ঠিক ধ্রুবতারা
নিজে নিজে জ্বলবে।
সোনা রোদে বড় হও
বড় হও ভাইরে।
প্রকৃত মানুষ মোরা
এই দেশে চাইরে।

আমার কথা

অনিল দাস

ছড়া লিখি ছবি আঁকি
আর গান গাইরে
ভালোবাসা সকলের তাই
আমি পাইরে।
দেখি আমি ফুলটিকে
খুঁজি তার গন্ধ
তার মাঝে পেয়ে যাই
জীবনের ছন্দ।
দূর আর নিকটেরে
বুকে রাখি নিত্য
সেই মোরা সাধনাই
সেই মোর বিত্ত।

বই মেলা

অনিল দাস

বই মেলা বই মেলা
আয় ভাই করি খেলা
রাশি রাশি এত বই
তবু বলি কই কই
ছড়া ছবি কবিতায়
আয় ঘুম উড়ে যায়
ছোটদের হই চই।
মন ভরে প্রাণ ভরে
বই মেলা নড়ে চড়ে।।

সর্বত্র শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় থাকুক

রেভারেন্ড রঞ্জন রবি দাস
(শিলিগুড়ি ফিলাডেলফিয়া চার্চ, শান্তিনগর, বৌবাজার, শিলিগুড়ি)

শিলিগুড়ি শান্তিনগরের ফিলাডেলফিয়া চার্চের তরফে সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ২৬ জানুয়ারি উপলক্ষ্যে প্রার্থনা করি, দেশের সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি বাতাবরন বজায় থাকুক। এই সময়ে আরও বেশি বেশি করে প্রার্থনা করবো, আমাদের দেশের প্রধান মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী সহ সব প্রশাসনিক আধিকারিকরা আরও বেশি বেশি করে দেশের মঙ্গলে নিজেদের নিয়োজিত করুক। দেশ আরও এগিয়ে যাক। সর্বত্র উন্নয়ন হোক। এই বিশেষ সময়ে চলুন না সবাই মিলে আমরা শপথ নিই, আমরা সবাই ভাই ভাই। আমরা ভারতবাসী হিসাবে গর্বিত ।

আমরা আমাদের চার্চের তরফে দেশ ও সমাজের কথা চিন্তা করে মানুষের কল্যানে কিছু কাজ করি। যেমন প্রেসার পরীক্ষা, সুগার পরীক্ষা। সবই বিনামূল্যে। তার সঙ্গে আমরা ব্রেস্ট ক্যানসার, ব্রেস্ট টিউমার নিয়েও মানুষের মধ্যে সচেতনতার অনুষ্ঠান করে থাকি। ২৬শে জানুয়ারি আমরা দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। তারপর সেই অনুষ্ঠানে পথ চলতি কোনো মানুষ অংশগ্রহন করতে চাইলে, কিছু বক্তব্য রাখতে চাইলে তাদেরকে সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার সুযোগ করে দিই।

আমরা সবসময় চাই , সম্প্রীতির ভারতবর্ষ আরও ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে নজির তৈরি করুক। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

একটা অপূর্ণ জীবনের গল্প

অশোক পাল
(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

প্রতিদিন অভিমানের সাথে সহবাস
কম কথা নয়,
জীবনের থেকে অভিমান বড় হয়ে উঠলেই
মরন এসে থাবা বসায়
মৃত্যু টেনে নিয়ে যায় তাজা প্রাণ!
কিছু কিছু মৃত্যু এতটাই গভীর ক্ষত
সৃষ্টি করে মনের কোণে
যে,
আত্মীয় হওয়ার দরকারই পড়ে না
অনাত্মীয় হয়েও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি!
বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়
একে তাকে জিজ্ঞেস করে যাচাই করি
কি করে মানবো
কিচুক্ষন আগেই যে সবাক ছিল
আজ লাশকাটা ঘরে
ভয় শূন্য একাকী সাদা কাপড়ে মোড়া
নিথর শুয়ে আছে
এত শীতেও রাকাড়ছে না!
কত কম সময়ে থেকে গেল
একটা জীবনের অপূর্ণ গল্প!
স্বপ্নগুলো পথ হারিয়ে নিঃস্ব।
আর সব তো ঠিকঠাক চলছে
দেওয়াল ঘড়ি টিক টিক আওয়াজ দিচ্ছে।
শুধু তুই নেই--
হাহাকার করছে
বেড়ে ওঠার উঠান, ঘরটা
শূন্যতা আর শূন্যতা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে
চারিদিকে---!

দেশের জন্যই খেলাধূলাতে

সোমা দত্ত
(ভুজিয়াপানি , বাগডোগরা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা)

সকলকে সাধারণতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করেছি। দেশের কথা চিন্তা করেই ছেলেমেয়েদের তৈরি করার কাজ করেছি। তার সঙ্গে খেলাধূলার নেশা ছোট থেকে। মূলত হাইজাম্প, লং জাম্প, এথলেটিক্সে অংশ নিই আমি। দেশের বাইরে বহু জায়গায় গিয়েছি। পুরস্কার জিতে নিয়ে এসেছি বিদেশ থেকে। সবসময় দেশের সুনাম উঁচুতে মেলে ধরার চেষ্টা করেছি। দেশ প্রেম বিশেষ করে খেলাধূলার নেশা এমনই যে কখন যে বিয়ের বয়স পার হয়ে গিয়েছে

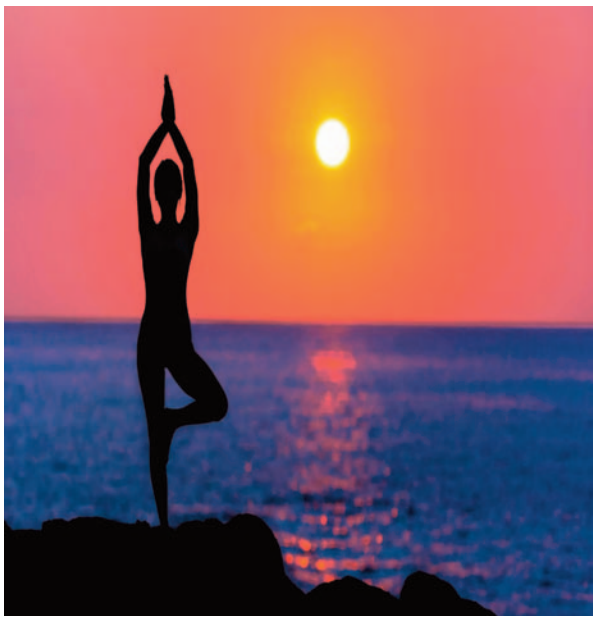

টের পাইনি। আমি চাই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মাঠমুখী হয়ে উঠুক। সবাই খেলাধূলার নেশাতে মেতে উঠুক। খেলাধূলা করলে শরীর ভালো লাগবে। আজকাল ঘরে ঘরে অনেক রোগ। সেইসব রোগ ঠেকাতে আমরা মুড়িমুড়কির মতো ওষুধ খাচ্ছি। কিন্তু ওষুধেও কি আর সব কাজ হয়। আসল ওষুধতো খেলাধূলা। নিয়মিত কেউ যদি মাঠে যায় , নিয়মিত যদি কেউ খেলাধূলা করে তবে অবশ্যই শরীর ভালো থাকবে। সঙ্গে খাওয়াদাওয়াতেও শৃঙ্খলা রাখতে হবে। ২৬ জানুয়ারিকে সামনে রেখে এই বার্তাই সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই যে সবাই মাঠমুখী হোক। সবাই খেলাধূলা করুক। ব্যায়াম, আসন, প্রাণায়াম মানুষকে ভালো রাখতে। এই বিষয়টি সকলের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। তবে সবার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর সবার স্বাস্থ্য ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে।